তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৫

**আমাদের রেলপথ ভবিষ্যতে ট্রান্স এশিয়ান রেলপথের সাথে যুক্ত হবে**

**-- রেলপথ মন্ত্রী**

ভাঙ্গা রেলজংশন (ফরিদপুর), ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

রেলপথ মন্ত্রী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, আমাদের রেলপথ ভবিষ্যতে ট্রান্স এশিয়ান রেলপথের সাথে যুক্ত হবে এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপন করা হবে। এজন্য আমাদের অভ্যন্তরীণ রেলপথ ও অবকাঠামো সে আদলে আধুনিক ও যুগোপযোগী ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। ভাঙ্গাতে আইকনিক স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে।

আজ ঢাকা স্টেশন (কমলাপুর) থেকে ভাঙা জংশন পর্যন্ত ট্রায়াল রানের মাধ্যমে পরিদর্শনকালে ভাঙ্গা জংশনে প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, পদ্মা সেতু রেল প্রকল্পে ঢাকা থেকে যশোর ১৭২ কিঃ মিঃ রেলপথের ভৌত অগ্রগতি ৮২ শতাংশ। ঢাকা স্টেশন থেকে ভাঙ্গা জংশন পর্যন্ত ৮২ কিলোমিটার রেলপথ উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে । ১০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের কথা রয়েছে, যার ভৌত অগ্রগতি ৯৬ দশমিক ৫০ শতাংশ। ভাঙ্গা থেকে যশোর অংশের ভৌত অগ্রগতি ৭৮ শতাংশ।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিক, সাশ্রয়ী ও যুগোপযোগী করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন। রেলকে আধুনিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প নেয়া হয়েছে এবং পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ ট্রাকশন এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব রেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, প্রত্যেকটি জেলাকে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় সংযুক্ত করা হবে এবং প্রত্যেকটি রেলপথকে ডাবল লাইনে ও ব্রডগেজে রূপান্তর করা হবে, নদী বন্দর এবং সমুদ্রবন্দর সমূহকে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় আনা হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে জনগণের সম্পদ তাই রেলের ক্ষতি যাতে কেউ করতে না পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য সকল সরকার রেলকে ধ্বংস করেছে। আন্দোলনের নামে রেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, লাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে। এখন ও তারা ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে। সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।

পরিদর্শন ও সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে চিফ হুইপ নূর-ই আলম চৌধুরী, পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, সংসদ সদস্য শাজাহান খান, মুজিবুল হক, সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি, মেহের আফরোজ চুমকি, নিক্সন চৌধুরী, শফিকুল ইসলাম শিমুল উপস্থিত ছিলেন।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর ও মহাপরিচালক মোঃ কামরুল আহসানসহ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

সিরাজ/আরমান/এনায়েত/সেলিম/২০২৩/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৪

**জমির রেকর্ড সংরক্ষণ এবং জমির প্রত্যয়নপত্র উপযুক্ত মালিকদের**

**দেওয়ার জন্য হেডম্যানদের প্রতি নির্দেশ পার্বত্য মন্ত্রীর**

বান্দরবান, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর):

পার্বত্য অঞ্চলের জমির মৌজার সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারণ ও তা নিজ দায়িত্বে রাখা, সব জমির রেকর্ড সংরক্ষণ এবং মৌজা হেডম্যানদের দেওয়া প্রত্যয়নপত্র উপযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। ভূমি সমস্যা নিরসনে প্রশাসনের পাশাপাশি হেডম্যানদের জোরালো ভূমিকা রাখারও আহ্বান জানান তিনি।

আজ বান্দরবান জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বান্দরবানের হেডম্যানদের (মৌজা প্রধান) সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর সংশ্লিষ্টদের প্রতি এ নির্দেশ দেন।

এসময় পার্বত্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর বলেন, নানা সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিন পার্বত্য জেলায় মৌজাবাসীর উন্নয়নের জন্য হেডম্যানরা কাজ করে যাচ্ছেন। তবে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয় করে নানা ধরনের ভূমি সমস্যা নিরসনে হেডম্যানদের আরও আন্তরিক হতে হবে। মন্ত্রী হেডম্যানদের স্থানীয় বাসিন্দাদের আন্তরিকতার মাধ্যমে যথাযথ সেবা প্রদানের নির্দেশ দেন।

সভায় জেলা প্রশাসক শাহ মোজাহিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শাহ আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এস এম মনজুরুল হক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. ফজলুর রহমান, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অরুপ রতন সিংহ, রাজীব কুমার বিশ্বাস, সদর উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা নার্গিস সুলতানা, হেডম্যান কারবারি কল্যাণ পরিষদের সভাপতি হ্লাথোইহ্রী মারমা, সাধারণ সম্পাদক উনিহ্লাসহ বান্দরবানের সাত উপজেলার ভূমি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন মৌজার হেডম্যানরা উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/এনায়েত/শামীম/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২৩

**প্রজন্মের অগ্রযাত্রায় শিশুপ্রতিভা বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যেতে পারে, আমরা সেই বাংলাদেশ রচনা করতে চাই। সেটি করার ক্ষেত্রে শিশুপ্রতিভা বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই ক্ষেত্রে শিশু চলচ্চিত্র উৎসব অনন্য ভূমিকা রাখছে।

আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমিতে চিল্ড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ আয়োজিত ষোড়শ আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। একাডেমি চত্বরে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচনায় মন্ত্রীর সাথে অংশ নেন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম এবং সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের শিশুরা অনেক মেধাবী। তাদের সেই মেধাকে যদি বিকশিত করতে পারি তারা দেশ ও সমাজ গঠনে, উন্নত মানবিক জাতি গঠন ও বিশ্বব্যাপী শান্তি স্থাপনে বিরাট ভূমিকা রাখবে। এ ক্ষেত্রে শিশু চলচ্চিত্র উৎসব অনেক বড় ভূমিকা রাখে কারণ এখানে শিশুরা নিজেরাই ছোট ছোট চলচ্চিত্র বানায়, আজকে উপস্থাপকরাও ছিলো শিশু। ১৬ বছর ধরে ধারাবাহিক এ উৎসব আয়োজকদের আমি ধন্যবাদ জানাই।'

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'এখন প্রায় সব বয়সের মানুষই স্মার্টফোনে নিবদ্ধ হয়ে গেছে। এর ভালো দিক যেমন আছে অনেক খারাপ দিকও আছে। যে কোনো কিছুতে আসক্তিই খারাপ। সেই আসক্তি থেকে শিশুদেরকে বের করে আনতে হবে।'

'ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন' শ্লোগান নিয়ে তিনদিনব্যাপী এ উৎসবে ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তন ও অলিয়ঁস ফ্রসেজ গ্যালারিতে ৩৯টি দেশের ১০১টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে।

**'সরকারের কাউকে কারাগারে পাঠানোর পরিকল্পনা নেই'**

এ দিন শিল্পকলা একাডেমিতে ষোড়শ আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী।

সাংবাদিকরা বিএনপি মহাসচিব ও ড. ইউনূসের কারাবরণের আশংকা নিয়ে প্রশ্ন করলে হাছান মাহমুদ বলেন, 'দেখুন বাংলাদেশে আইন এবং আদালত স্বাধীন। সে কারণেই সরকারি দলের অনেক এমপির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং তারা কারাগারেও গেছেন।

মন্ত্রী বলেন, 'ড. মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তিনি একজন জ্যেষ্ঠ নাগরিক। তার প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা দুইই রেখে বলতে চাই- কেউ নোবেল পুরস্কার পেলে আইনের উর্ধ্বে হন না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নোবেল লরিয়েটের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, এমন কি তারা কারাগারেও গেছেন।'

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'আইন এখানে নিজস্ব গতিতে চলবে। সরকারের কাউকে কারাগারে পাঠানোর কোনো পরিকল্পনা নেই। আইন এবং আদালত যেভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, সরকার সেটি পালন করে মাত্র।'

#

আকরাম/এনায়েত/শামীম/২০২৩/১৮৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২২

**খাদ্য ঘাটতির তকমা ঘুচিয়ে দেশ আজ চাল, মাছ, মাংস ও ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণ**

**- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর):

কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনের সাফল্য আজ সারা বিশ্বের জন্য উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির কল্যাণে ফসলের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। তাঁর নেতৃত্বের জাদুবলেই খাদ্য ঘাটতির দেশের তকমা ঘুচিয়ে দেশ আজ চাল, মাছ, মাংস ও ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ভোজ্যতেলের চাহিদারও অর্ধেক দেশে উৎপাদিত হবে।

মন্ত্রী বলেন, দেশের কৃষি আজ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। বিভিন্ন বৈরি পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা ও ঘাতসহনশীলতা অর্জন করেছে।

আজ উজবেকিস্তানের সমরকন্দে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মধ্য এশিয়ার সদস্য দেশসমূহের খাদ্য নিরাপত্তার বর্তমান পরিস্থিতি ও করণীয় বিষয়ে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফুড সিকিউরিটিতে প্রদত্ত বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

দেশে উৎপাদিত খাদ্যের একটি বিরাট অংশ অপচয় ও নষ্ট হয়, উল্লেখ করে ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বর্তমানে এটি আমাদের উদ্বেগের বিষয়। আমরা অপচয় ও নষ্টের পরিমাণ কমিয়ে আনতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছি।

মন্ত্রী বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পাশাপাশি আঞ্চলিক সহযোগিতাও বাড়ানো প্রয়োজন। একইসঙ্গে, প্রযুক্তি ও জ্ঞানের বিনিময় দরকার।

দুই দিনব্যাপী (৭-৮ সেপ্টেম্বর) এই সম্মেলনে মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের প্রায় ২০টি দেশের কৃষিমন্ত্রী এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছে।

#

কামরুল/এনায়েত/শামীম/২০২৩/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮২১

**সাক্ষরতা ও উন্নয়ন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি চিন্তা করা যায় না**

**-- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর):

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, সাক্ষরতা ও উন্নয়ন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি চিন্তা করা যায় না। বর্তমান সরকারের নানামুখী কর্মসূচির কারণে পূর্বের তুলনায় সাক্ষরতার হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখনও প্রায় ২৩ দশমিক ২ শতাংশ জনগোষ্ঠি নিরক্ষর। শতভাগ জনগোষ্ঠিকে সাক্ষরজ্ঞান দিতে বর্তমান সরকারের নিরলস প্রয়াস অব্যাহত আছে।

আজ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, মানুষ সচেতন হয় স্বনির্ভর হয়, দেশে জন্মহার এবং শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পায়, স্বাস্থ্য সূচকের উন্নয়ন ঘটে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। সর্বোপরি পরিবার, একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে সাক্ষরতার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর “রিপোর্ট অন বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্টাটিস্টিক ২০২২” সর্বশেষ সাত বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭৬ দশমিক ৮ শতাংশ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে সাক্ষরজ্ঞানদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থানের যোগ্যতাসৃষ্টিকরণ এবং ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রণয়ন করেছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG4) অর্জনের জন্য সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতের জন্য তিনটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এগুলো হলো- ৩৩ দশমিক ৭৯ মিলিয়ন কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠিকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা ও মৌলিক সাক্ষরতা অর্জনকারী ৫ মিলিয়ন নতুন সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে কার্যকর দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডকে কার্যকর করা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ।

প্রসঙ্গত, আগামীকাল (৮ সেপ্টেম্বর) বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হতে যাচ্ছে। ইউনেস্কো ঘোষিত দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য “Promoting literacy for a world in transition: Building the foundation for sustainable and peaceful societies.” যা বাংলায় মূলভাব “পরিবর্তনশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সাক্ষরতার প্রসার”।

#

মাহবুবুর/এনায়েত/শামীম/২০২৩/১৬৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ৮২০

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা :

“রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন আজ ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন (কমলাপুর ) থেকে ভাঙ্গা রেলজংশন পর্যন্ত ট্রায়াল রান করেন এবং উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন।’’

#

সিরাজ/এনায়েত/আব্বাস/২০২৩/১৭১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর : ৮১৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ২৫ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৭৫৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১২ হাজার ৯৮২ জন।

#

সুলতানা/এনায়েত/আব্বাস/২০২৩/১৯১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১৮

**রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনে পদক্ষেপ নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি রাষ্ট্রপতির আহ্বান**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর):

রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনে পদক্ষেপ নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন।

আজ ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা কনভেনশন সেন্টারে ১৮তম ইস্ট এশিয়া সামিটে ‘গেস্ট অব চেয়ার’ হিসেবে দেয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি এই আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনীয় গুতেরেস, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসসহ আঞ্চলিক এ ফোরামের ১৮টি দেশের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে অংশ নেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, মানবিক কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দিলেও বর্তমানে এটি দেশের জন্য বড় সমস্যা। রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে জরুরিভিত্তিতে কাজ করার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে আসিয়ান ও ইস্ট এশিয়া সামিটে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ইন্দোনেশিয়া সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেখানে আসিয়ান ও বাংলাদেশ সহযোগিতা করতে পারে। তিনি আরো বলেন, আসিয়ানের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ট করতে এর সেক্টোরাল ডায়ালগ পার্টনার হতে চায় বাংলাদেশ। এসময় আসিয়ানের সাথে ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন IORA-এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ায় IORA-এর চেয়ার হিসেবে রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

পরে, রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস, ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী Pham Minh Chinh, লাওসের প্রধানমন্ত্রী Sonexay Siphandone-সহ সম্মেলনে যোগদানকারী বিশ্ব নেতাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

উল্লেখ্য, আসিয়ানের চেয়ার ইন্দোনেশিয়া প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদোর আমন্ত্রণে আসিয়ানের শীর্ষ সম্মেলনের সাথে ইস্ট এশিয়া সামিটেও যোগ দেন রাষ্ট্রপতি।

#

রাহাত/শাম্মী/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৮১৭

ঢাকা-ভোলা রুটে যানবাহনসহ যাত্রীবাহী রো রো ফেরির উদ্বোধন

**প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমগ্র বাংলাদেশ বদলে গেছে**

**-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা), ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়ারা দেশকে পিছিয়ে দিয়েছে, দেশ অন্ধকারের পতিত হয়েছে। আমাদের সৌভাগ্য প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা বেঁচে আছেন বলেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আগে এক কিলোমিটার রাস্তা করার জন্য বিদেশীদের কাছে ধর্ণা দিতে হতো। এখন সে অবস্থা নেই। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমগ্র বাংলাদেশ বদলে গেছে। পদ্মা সেতু হয়েছে। ঢাকা শহরে মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হয়েছে। আগামীতে পাতাল রেল নির্মাণ করা হবে।

আজ ঢাকার কেরানীগঞ্জে হাসনাবাদে যাত্রীবাহী এ রো রো ফেরীর যাত্রা উদ্বোধন শেষে মন্ত্রী এ কথা বলেন। এবার যাব বাড়ি, সঙ্গে যাবে গাড়ি'- এ স্লোগানকে ধারণ করে শুরু হচ্ছে ঢাকা-ভোলা রুটে যানবাহনসহ যাত্রীবাহী রো রো ফেরির যাত্রা। ‘কার্নিভাল ক্রুজ ও কার্নিভাল ওয়ে’' এ দুটি রো রো ফেরী নিয়ে যাত্রা শুরু হচ্ছে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকা ভোলা (ইলিশা রুটে) জাহাজ দুটি চলাচল করবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দ্বীপজেলা ভোলাবাসীর জন্য আজ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। যানবাহনসহ যাত্রীবাহী রো রো ফেরি চালু হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপকূলীয় মানুষের জন্য সবসময় চিন্তা করেন। রাঙ্গাবালী চরমোনতাজ থেকে ঢাকা লঞ্চ চালু করেছেন। সন্ধীপে জেটি তৈরি করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিসির অত্যাধুনিক যাত্রীবাহী জাহাজ হাতিয়া, সন্ধীপ রুটে চালু করেছেন। যাত্রী পারাপারে ভূমিকা রাখছে। হাতিয়া, সন্ধীপ, কুতুবদিয়া, টেকনাফের সাবরাং পর্যন্ত নৌ যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে তিন হাজার কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে উপকূলীয় অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন হবে। দুর্ভোগ শূণ্যতে চলে আসবে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মতিউর রহমান, বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান এস এম ফেরদৌস আলম, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর এম মাকসুদ আলম, বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ইকবাল হোসেন, কার্ণিভাল ক্রুজ লাইন লিমিটেডের পরিচালক মোহাম্মদ মাসুম খান প্রমুখ।

কার্ণিভাল ক্রুজ লাইন লিমিটেড নতুন এ জাহাজটির পরিচালনায় রয়েছে। যানবাহনসহ যাত্রীবাহী দুটি রো রো ফেরি ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকা-ভোলা (ইলিশা) রুটে চলাচল করবে। ঢাকা কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টায় ছেড়ে যাবে। ভোলার ইলিশা ঘাটে দুপুর ২টায় পৌঁছবে। ইলিশা থেকে রাত ৯টায় ছাড়বে। ফেরিতে সিট ক্যাপাসিটি রয়েছে ৩৩০ জনের। এর মধ্যে কেবিন ৬০টি, চেয়ার ১০০টি। ৩৫টি গাড়ির ধারণ ক্ষমতা রয়েছে।

#

জাহাঙ্গীর/শাম্মী/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১৩৪০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৮১৬

**বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষ্যে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি ফিজিওথেরাপি পেশার সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষক, রোগী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের ফিজিওথেরাপি শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন খাতে উন্নয়নের সূচনা করেছেন। আওয়ামী লীগ সরকার ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য পুনর্বাসন পেশাজীবীগণের উপযুক্ত সম্মান, কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা এবং পারিশ্রমিক নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এরই মধ্যে ২০১৮ সালে ‘বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন’ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। বাংলাদেশে ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি এসোসিয়েশন (বিপিএ) এর উদ্যোগে বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ২০০৭ সাল থেকে বিপিএ ‘ওয়ার্ল্ড ফিজিওথেরাপিতে’ বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে এবং বর্তমানে রিহ্যাবিলিটেশন খাতে আমাদের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলোকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করে আসছে।

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘বাত-ব্যথা ও অস্থিসন্ধির প্রদাহে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা’। বিশ্বে প্রতি ৩ জন সিনিয়র নাগরিকের একজনের বাত-ব্যথা রয়েছে, তাঁদের চিকিৎসায় একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমের সদস্য হিসেবে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত ‘রিহ্যাবিলিটেশন ২০৩০’ কে সামনে রেখে স্বাস্থ্য ও রিহ্যাবিলিটেশন সেবার সকল পর্যায়ে স্নাতক ফিজিওথেরাপিস্টগণের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

এছাড়াও বাত-ব্যথা, হাড়, ফোড়া ও মাংসপেশীর ব্যথা, কোমর ব্যথা, প্যারালাইসিস, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত কিংবা মুভমেন্টজনিত সমস্যায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বিজ্ঞানভিত্তিক ফিজিওথেরাপি এই ধরনের রোগসমূহের চিকিৎসা, পুর্নবাসন এবং প্রতিরোধের অন্যতম শর্ত বলে আমি মনে করি। তাছাড়া, দীর্ঘমেয়াদি ব্যথার চিকিৎসায় ফিজিওথেরাপি একটি স্বীকৃত, কার্যকরী ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াবিহীন চিকিৎসা পদ্ধতি। এ চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে ভালো থাকা সম্ভব ও ব্যথা নিরাময়ে অধিক কার্যকরী। আমাদের সরকার মেরুরজ্জুর আঘাত, পক্ষাঘাত, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজেবিলিটিসহ সকল প্রতিবন্ধী নারী পুরুষ ও শিশুদের সমাজের মূল স্রোতধারার অন্তর্ভুক্ত করতে চিকিৎসা পুনর্বাসন সেবা এবং জীবনমুখী শিক্ষা প্রদানে নিরলস কাজ করে আসছে। পাশাপাশি মানসম্মত পুনর্বাসন চিকিৎসা পেশাজীবী তৈরিতেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে।

আমি দিবসটি উপলক্ষ্যে সকল ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা পেশাজীবী ও সেবাগ্রহীতাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি এসোসিয়েশন (বিপিএ) ও ফিজিওথেরাপি বিভাগ, সিআরপি আয়োজিত দেশবাসী সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/শাম্মী/রবি/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১৫

**আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা** **দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৩’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘Promoting Literacy for a World in Transition: Building the Foundation for Sustainable and Peaceful Societies’ অর্থাৎ ‘পরিবর্তনশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সাক্ষরতার প্রসার’ যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সীমিত আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ৩৬ হাজার ১৬৫টি স্কুলকে জাতীয়করণ করার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। একইসঙ্গে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিরক্ষরতা দূরীকরণে কর্মকৌশল গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশকে নিরক্ষরমুক্ত এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।

জাতির পিতার শিক্ষা দর্শনের আলোকে আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এর সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের সরকারের বিগত সাড়ে ১৪ বছরে গৃহীত বিভিন্ন সময়োপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষাখাতে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। শিক্ষার হার ২০০৭ সালের ৪৬.৬৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭৬.০৮% এ উন্নীত হয়েছে। আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছে। বিনামূল্যে বই বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বহুলাংশে বাড়ানো হয়েছে।

আমাদের সরকার শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিকরণ এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উক্ত জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন নিশ্চিত করতে ‘উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪’ প্রণয়ন করেছে। ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু যারা আগে কখনও স্কুলে যায়নি বা স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে এবং শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী নারী-পুরুষদের চাহিদাভিত্তিক জীবন ও জীবিকায়ন-দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ একদিকে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষাক্রম থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা সমাপ্তির হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে, বিশেষ করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব (4IR) মাথায় রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এছাড়াও সকল নিরক্ষরকে মৌলিক সাক্ষরতা জ্ঞান প্রদানের ক্ষেত্রে আইসিটি বেইজড জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি আশা করি, সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন এবং শিক্ষার গুণগত মান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা সম্ভব হবে।

আমি ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আসলাম/শাম্মী/রবি/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৪০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮১৪

**আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৩’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Promoting Literacy for a world in transition: Building the foundation for sustainable and peaceful societies’ (পরিবর্তনশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সাক্ষরতার প্রসার) বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষার প্রসারে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণের পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা দর্শন অনুসরণে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার শিক্ষার উন্নয়নে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মানসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করা, বিনামূল্যে শিক্ষাদান ও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং চালু এবং পাঠদানের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে লেখাপড়াকে আনন্দদায়ক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারের নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সাক্ষরতার হার ২০০৭ সালের ৪৬.৬৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭৫.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ৯৮.২৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা সরকারের সাড়ে চৌদ্দ বছরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

যুগের পরিবর্তনের সাথে শিক্ষার চাহিদা ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য এসেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ সাক্ষরতা প্রদান জরুরি। শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি আইসিটি বেইজড শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে আমি সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/শাম্মী/রবি/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৪০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ